



প্রাকৃতিক পরিবেশ

🗺️ ৯৬টি ভাষা

পরিচ্ছেদসমূহ [লুকান]

সূচনা

গঠন

ভূবিদ্যাগত কার্যকারিতা

✓ পৃথিবীতে জল

মহাসাগরসমূহ

নদীসমূহ

হ্রদসমূহ

পুকুরসমূহ

জলে মানুষের প্রভাব

মানুষ নানাভাবে জলের ওপর
প্রভাব বিস্তার করে থাকে।যেমনঃ

আবহমণ্ডল, জলবায়ু ও আবহাওয়া

পরিবেশের শ্রেণীবিন্যাস

পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়

পরিবেশ আইন

✓ পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকাসমূহ

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত

তথ্যসূত্র

নিবন্ধ আলোচনা

উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে

পড়ুন সম্পাদনা ইতিহাস দেখুন

এই নিবন্ধটি **en** থেকে আনাড়িভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। এটি কোনও কম্পিউটার অথবা মিডাধিক দক্ষতাহীন কোনো অনুবাদক অনুবাদ করে **A→অ** **থাকতে পারেন।** অনুগ্রহ করে এই অনুবাদটি উন্নত করতে সহায়তা করুন। যদি এই নিবন্ধটি একেবারেই অর্থহীন বা যান্ত্রিক অনুবাদ হয় তাহলে অপসারণের ট্যাগ যোগ করুন। মূল নিবন্ধটি *"অন্যান্য ভাষাসমূহ"* পার্শ্বদণ্ডে "en" ভাষার অধীনে রয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ হল **জীবিত** এবং প্রাণহীন **প্রাকৃতিকভাৱে** পরিবেষ্টিত ঘটমান সমস্ত জিনিস, এফেদের এর অর্থ **কৃত্রিম** নয়। **পৃথিবী** অথবা পৃথিবীর কিছু অংশে এই শব্দের ব্যবহার সুপ্রযুক্ত। সমস্ত **প্রজাতি**, **জলবায়ু**, আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক সম্পদ এই পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত যেটা মানুষের বাঁচা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে।^[১]

প্রাকৃতিক পরিবেশের ধারণাকে নিম্নলিখিত উপাদানে ভাগ করা যায়:

- মানুষের বিশাল হস্তক্ষেপ ছাড়া যে সম্পূর্ণ **পরিবেশগত এককসমূহ** যেমন গাছপালা, **অণুজীবসমূহ**, **মাটি**, **শিলাসমূহ**, **বায়ুমণ্ডল**
- প্রাকৃতিক ঘটনা** যেগুলো তাদের সীমানা এবং তাদের প্রকৃতির মধ্যে ঘটে।
- বৈশ্বিক **প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ** এবং **পদার্থবিজ্ঞানিক ঘটনা** যেগুলো পরিষ্কারভাবে পরিসীমাকে কমায়, যেমন, বায়ু, জল, এবং জলবায়ু, এছাড়া **শক্তি**, **বিকিরণ**, **বৈদ্যুতিক আধান** ও **টৌষকণ্ড**, সভ্য মানুষের কার্যকলাপ থেকে উৎপত্তি হয়না।

প্রাকৃতিক পরিবেশের টুক বিপরীত হল **নির্মিত পরিবেশ**। কিছু এরকম অঞ্চল আছে যেখানে মানুষেরা শহর গঠন ও **ভূমি রূপান্তরের** মতো ভূদৃশ্যের মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়; প্রাকৃতিক পরিবেশ বদল হয় একটা সরলীকৃত মানব পরিবেশে পরিণত হয়। এমনকি দেখা যায় যেটা চরম নয়, যেমন মাটি দিয়ে বানানো **কুঁড়েঘর** অথবা **মরুভূমিতে ফটোভোলটাইক পদ্ধতি**, এই সংশোধিত পরিবেশ কৃত্রিম হয়ে যায়। যদিও মানুষ ছাড়া অনেক প্রাণী তাদের নিজদের পরিবেশ ভালো করার জন্যে কিছু জিনিস তৈরি করে, সুতরাং, **বীরব বঁধ** এবং **উই টিবি**র কাজ, এগুলোকে প্রাকৃতিক হিসেবে ধরা হয়।

পৃথিবীতে সম্পূর্ণ *প্রাকৃতিক* পরিবেশ মানুষেরা কমই দেখে, এবং স্বাভাবিকতা সাধারণত একশো শতাংশ এক চরম অবস্থা থেকে শতাব্দ্যে শতাব্দ্যে আনাথমে আলাদা হয়। খুব জটিলভাবে আমরা একটা পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিত অথবা উপাদান নিয়ে ভাবনা করতে পারি, এবং দেখা যায় যে, তাদের স্বাভাবিকতার মাত্রা সমান নয়।^[২] উদাহরণস্বরূপ, যদি একটা কৃষি জমিতে **খনিজ সংক্রান্ত উপাদান** এবং মাটির **কঠোমে** নিবিড় অরণ্যের মাটির সমান হয়, তাহলেও কঠোমে কিন্তু আলাদা হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশকে কখনো কখনো **আবাসস্থলের** সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা বলি যে, জিরারফের প্রাকৃতিক পরিবেশ হল **বিচরণ ভূমি**।



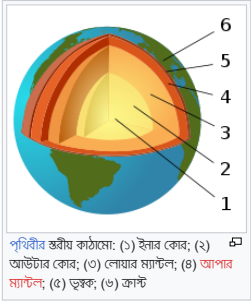
জমি ব্যবস্থাপনা থেকে অস্ট্রেলিয়ার হেপটাইন ফলস বনার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সংরক্ষণ করা হয়েছে; যার ফলে দর্শনীয়দের প্রবেশের সুযোগ বেশি।



সাহারা মরুভূমির উপগ্রহ চিত্র। এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো উষ্ণ মরুভূমি এবং মেরু মরুভূমির পর তৃতীয় বৃহত্তম।

গঠন [সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: *ভূবিজ্ঞান*



পৃথিবীর ভূবৈজ্ঞানিক কাঠামো: (১) ইনার কোর; (২) আউটার কোর; (৩) মেন্টিস; (৪) ক্রাস্ট; (৫) ভূত্বক; (৬) ক্রাস্ট

ভূবিজ্ঞানে সাধারণত চারটে পরিমণ্ডলের অবস্থান পাওয়া যায়, **ভূত্বক**, **বারিমণ্ডল**, **বায়ুমণ্ডল** এবং **জীবমণ্ডল**^[৩] যেগুলোর সঙ্গে যথাক্রমে (**ভূবিদ্যা**)**শিলা**, **জল**, **বায়ু** এবং **জীবনের** যোগসূত্র আছে।

কয়েকজন বিজ্ঞানী **বরফের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্রায়োস্ফিয়ার**, এছাড়া **মাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেডোস্ফিয়ারকে** একটা সক্রিয় এবং অতিনির্মিত পরিমণ্ডল রূপে পৃথিবীর পরিমণ্ডলের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। **পৃথিবী** গ্রহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সাধারণ শব্দ হল **ভূবিজ্ঞান** (ভূতত্ত্ব, ভৌগোলিক বিজ্ঞান অথবা ভূবিজ্ঞানসমূহও বলা হয়)।^[৪] ভূবিজ্ঞানসমূহের চারটে প্রধান **শাখা** আছে; যথা, **ভূগোল**, **ভূবিদ্যা**, **ভূপদার্থবিদ্যা** এবং **ভূগণিত**। পৃথিবীর ***পরিমণ্ডলসমূহ*** অথবা এদের মূল ক্ষেত্রের একটা গুণগত এবং পরিমাণগত বোঝাপড়ার জন্যে এই সমস্ত প্রধান শাখায় **পদার্থবিদ্যা**, **রসায়ন**, **জীবনবিজ্ঞান**, **কালপঞ্জি** এবং **গণিত** ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভূবিদ্যাগত কার্যকারিতা [সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: *ভূবিদ্যা*

পৃথিবীর ক্রাস্ট অথবা **ভূত্বক** হল এই গ্রহের সবচেয়ে দূরের শক্ত পৃষ্ঠতল এবং এটা রাসায়নিক ও যান্ত্রিকভাবে নিচের আস্তরণ **ম্যান্টল** থেকে আলাদা। এটা **আমের** পদ্ধতিতে **ম্যাগমা** ঠাণ্ডা ও শক্ত হয়ে বিশেষভাবে কঠিন শিলা তৈরি হয়। ভূত্বকের নিচে অবস্থানকারী ম্যান্টল **তেজস্ক্রিয় উপাদানের** ফয় দ্বারা গরম হয়। ম্যান্টল কঠিন হলেও এটা **বৈকি সংশ্লেষ** অবস্থানে থাকে। এই সংশ্লেষ প্রক্রিয়া খুব ধীরে হলেও ভূত্বক পাতগুলোকে সরায়। এর ফলে যা ঘটে তাকে বলে **প্লেট টেকটনিক্স**। **আমেরগনি**র থেকে প্রাথমিকভাবে ভূত্বক উপাদানের **অবশিষ্ট** গলিত অংশ অথবা **মধ্য-মহাসাগর রিজ** এবং **ম্যান্টল ধ্রুসমূহে** উঠতি ম্যান্টল বেরিয়ে আসে।

পৃথিবীতে জল [সম্পাদনা]

বৈশি়র ভাগ জল বিভিন্ন ধরনের **জলাভূমিতে** পাওয়া যায়।

মহাসাগরসমূহ [সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: *মহাসাগর*

একটা মহাসাগর হল বৈশি়র ভাগ **লবণাক্ত জল** এবং বারিমণ্ডলের উপাদান। **পৃথিবীপৃষ্ঠের** প্রায় ৭১ শতাংশ (৩.৬২ কোটি বর্গকিলোমিটার অঞ্চল) মহাসাগর দিয়ে ঢাকা, একটা **অবিচ্ছিন্ন জলাভাগ** যেটা প্রথাগতভাবে বিভিন্ন প্রধান মহাসাগর এবং **সাগরসমূহে** বিভক্ত। এই অঞ্চলের অর্ধেকের বেশি অংশ ৩,০০০ মিটারের ওপর (৯,৮০০ ফুট) গভীর। গড় মহাসাগরীয় **লবণাক্ততা** হল ৩৫ **প্রতি-অংশ অঞ্চলপাত** (পিপিটি) (৩.৫ শতাংশ) এবং প্রায় সব সাগরজলের লবণাক্ততা হচ্ছে ৩০ থেকে ৩৮ পিপিটি ধরনের। যদিও সাধারণত বিভিন্ন মহাসাগর আলাদাভাবে স্বীকৃত, এই জলাভাগ পরস্পর সংযুক্ত লবণজলের আকর হিসেবে একই **মহাসাগর** অথবা বৈশ্বিক মহাসাগর বলা হয়ে থাকে।^[৫] গভীর **সাগরতলসমূহ** হল **পৃথিবীপৃষ্ঠের** অর্ধেকের বেশি এবং সেগুলো স্বয়ং-সংশোধিত প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। প্রধান মহাসাগরীয় বিভাগগুলোকে **মহাদেশসমূহ**, বিভিন্ন **দ্বীপপুঞ্জ** ও অন্যান্য মানকণ্ডের অংশ হিসেবে ভাগ করা হয়: এই বিভাগগুলো (আয়তনের অবতরণক্রমে) হল - **প্রশান্ত মহাসাগর**, **আটলান্টিক মহাসাগর**, **ভারত মহাসাগর**, **দক্ষিণ মহাসাগর** এবং **উত্তর মহাসাগর**।

নদীসমূহ [সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: *নদী*

নদী হল প্রাকৃতিক একটা **জলপ্রস্রোত**।^[৬] এটা সাধারণত **মিঠামজলের** হয়, এবং কোনো এক **মহাসাগর**, **হ্রদ**, **সাগর** অথবা অন্য নদীতে গিয়ে মিলিত হয়ে থাকে। কিছুসংখ্যক নদী মাটির ভিতর দিয়ে রয়ে চলে এবং অন্য কোনো জলাধারে না পৌঁছানোর ফলে পুরোপুরি শুকিয়ে যায়।



সামারগত দুনিবের **তীর**, মাঝে **প্রবাহ আধার** নদীতে জল একটা **খাত** দিয়ে প্রবাহিত হয়। বড়ো বড়ো নদীতে প্রায়ই একটা চওড়া **ধারনভূমি** থাকে যা খাতের অতি-দোহনের দ্বারা জলের আকর নেয়। নদী-খাতের আকর অনুযায়ী ধারনভূমি অনেক বেশি চওড়া হতে পারে। নদীসমূহ **জলবিজ্ঞান চক্রের** একটা অংশ। নদীতে জলের উৎস হল **পৃষ্ঠজলের** মাধ্যমে বর্ষণ, **ভূজল পুনঃসংযোজন**, **ঝরনা**সংশোধিত প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। প্রধান মহাসাগরীয় ছোটো ছোটো নদীগুলোর অন্য নামও দেখা যায়, যেমন, **প্রবাহ**, **খাড়ি** এবং **নালা**। **আকর** এবং **প্রবাহ তীর** এই দুয়ের মধ্যে তাদের **প্রস্রোত** সীমাবদ্ধ। **খণ্ডিত আবাস** বিষয়ে সংযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ **অববাহিকা** ভূমিকা নিয়ে থাকে এবং এক্ষেপেই **জীববৈচিত্র্য** সংরক্ষিত হয়। প্রবাহ এবং জলপথের পরীক্ষাকে সাধারণভাবে বলা হয় **পৃষ্ঠ জলবিজ্ঞান**।^[৭]



প্রবাল প্রাচীরসমূহের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য বর্তমান।



আরও তথ্যের জন্য দেখুন: *প্রবাহ*

ব্রুদসমূহ [সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: ব্রুদ

একটা ব্রুদ (লাতিন লব্ধসম্পদ থেকে এসেছে) হল **অববাহিকার** নিয়ে কেন্দ্রীভূত একটা জলের আকর। একটা জলের আকরকে তখনই ব্রুদ বলা যাবে যখন এটা হবে অপ্রদর্শনীয়, কোনো **মহাসাগরের** অংশ নয় এবং একটা **পুকুরের** থেকে বড়ো ও গভীর হয়।^[*সিঁ*]



পৃথিবীতে প্রাকৃতিক ব্রুদসমূহ সাধারণত দেখা যায় *পর্বত* সমিহিত অঞ্চল, **ফাটল অঞ্চলসমূহ** এবং বর্তমান অথবা সাম্প্রতিক **হিমবাহ** অঞ্চলে। **অগ্রহীন অববাহিকা** অথবা পরিণত নদীর গতিপথের পাশে অন্যান্য ব্রুদ দেখা যায়। শেষ **ভূষার যুগের** শেষভাগ থেকে পৃথিবীর কিছু অংশে বিশৃংখল নিকালি ধরনের কারণে অনেক ব্রুদ আছে। ভূতাত্ত্বিক কালক্রমের ওপর সকল ব্রুদই অস্থায়ী যেহেতু সেগুলো ধীরভাবে পলিসহ পূর্ণ হয় অথবা তাদের মধ্যে থাকা অববাহিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

পুকুরসমূহ [সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: পুকুর

একটা পুকুর হল প্রাকৃতিক কিংবা মানুষ-বানানো **স্থির জলের** একটা **আকর**; পুকুর সাধারণত **ব্রুদ** অপেক্ষা ছোটো। একটা ব্যাপক মানুষ-বানানো জলাধারসমূহকে পুকুরের নানা রূপ দেওয়া হয়; যেমন, নান্দনিক অথবা সাজানো নকশা করা **জলাশয় বাগান**, ব্যবসায়িক মাছ চাষের নকশা করা **মাছ**

পুকুর এবং তাপীয় শক্তি সঞ্চয়ের নকশা করা **সৌর পুকুর**। **ধরার গতি** থেকে পুকুর এবং ব্রুদের পার্থক্য নির্ধারণ করা যায়। যখন প্রবাহের ধারা সম্ভবই বোঝা যায়, পুকুর ও ব্রুদ তাপশক্তির দ্বারা এবং পরিমিত বায়ুতড়িতি দ্বারা থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো **প্রবাহ পুকুর** এবং **টেড পুকুর** ইত্যাদি থেকে পুকুরকে আলাদা করে।

জলে মানুষের প্রভাব [সম্পাদনা]

মানুষ নানাভাবে জলের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।যেমনঃ [সম্পাদনা]

- মানুষ নদীগুলোতে সরাসরি খাল খনন করে নিজেদের কাজে লাগানোর মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটায়।আমরা বর্ষ ও জলাধার বানাই এবং নদীগুলোর ও জলপথের অভিমুখে নিজেদের মতো করি। বর্ষগুলো কার্যকরভাবে জলাধার এবং জলবিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করে। ঘাই হোক, জলাধার এবং বর্ষ থেকে পরিবেশ ও বন্যজীবনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।
- মাছেরদ স্থানান্তরণ এবং স্রোত বরাবর জীবদের গতিবিধি বর্ধে আটকা পড়ে।
- নগরায়ন পরিবেশের ক্ষতি করে কারণ এর ফলে অরব্য ধ্বংস হয় এবং ব্রুদের জলতল, ভূজলের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। অরব্য ধ্বংস এবং নগরায়ন হাত ধরাধরি করে চলে।
- অরব্য ধ্বংসের ফলে বন্যা হতে পারে, জলপ্রবাহ ব্রুদ পেতে পারে, এবং নদীতীরের গাছপালায় পরিবর্তন আসতে পারে। গাছপালার পরিবর্তন ঘটে কেননা তারা যথেষ্ট জল না পেয়ে অবস্থার অবনতি হয়, ফলস্বরূপ আঞ্চলিক বন্যজীবনের খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি পড়ে।^[*সিঁ*]

উপবেক্ত কারণগুলো জলতল, ভূগর্ভে জলের অবস্থা, জল দূষণ, তাপীয় দূষণ এবং সামুদ্রিক দূষণে এসবের প্রভাব পেডে

আবহমণ্ডল, জলবায়ু ও আবহাওয়া [সম্পাদনা]

পৃথিবীর আবহমণ্ডল এই গ্রহের পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করে। গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের টানে পাতলা গ্যাসসমূহের স্তর পৃথিবীকে আবৃত করে রেখেছে। শুকনো বায়ু ৭৮ শতাংশ **নাইট্রোজেন**, ২১ শতাংশ **অক্সিজেন**, ১ শতাংশ **আর্গন** এবং অন্যান্য **নিষ্ক্রিয় গ্যাস**, এবং **কার্বন ডাই-অক্সাইড** নিয়ে তৈরি। অন্যান্য গ্যাসগুলো প্রায়ই সামান্য হিসেবে দ্বারা হয়।^[*সিঁ*] আবহমণ্ডলে কতগুলো **গ্রিনহাউস গ্যাস** আছে; যেমন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং ওজোন। পরিব্রুত বায়ুতে অন্যান্য **রাসায়নিক যৌগ** সামান্য পরিমাণে থাকে। বাতাসে আরো যেসব জিনিস থাকে সেগুলো হল: **জলীয় বাষ্প** এবং জলকণার **প্রলম্বসমূহ** এবং নেয় হিসেবে দেখা **বরফ**। স্ফটিকের পরিবর্তনশীল পরিমাণ। অল্প পরিমাণ অপরিব্রুত বায়ুতে **হুলা**, **বেগু**, **জীবাণু**, **সাগর ফেনা**, **আয়োম ছাই** এবং **উষ্মাপিণ্ড** থাকতে পারে। এছাড়া **ক্লোরিন** (প্রাথমিক বা যৌগ), **ফ্লোরিন** যৌগ, প্রাথমিক **পারদ** এবং **গন্ধক** যৌগ যেমন **সালফার ডাইঅক্সাইড** জাতীয় বিভিন্ন ধরনের শিল্প **দূষকও** থাকতে পারে। (SO₂).

পৃথিবীপৃষ্ঠে যেসো **অতিবেগুনি** রশ্মির মাত্রা কমিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে **ওজোন স্তর** একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু **ভিএনএ** অতিবেগুনি রশ্মিতে সম্ভবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এটা পৃষ্ঠতলের জীবনকে রক্ষার কাজ করে। এছাড়া আবহমণ্ডল রাতের তাপমাত্রা স্থিতিশীল রাখে, যার ফলে দৈনিক চরম তাপমান ব্রুদ হয়।

পরিবেশের শ্রেণীবিভাগ [সম্পাদনা]

প্রাকৃতিক পরিবেশ :প্রাকৃতিক পরিবেশ হচ্ছে সেই পরিবেশ যা প্রকৃতি নিজে নিজে তৈরি করে। এগুলো হচ্ছেঃগাছ,পাহাড়-পর্বত,ঝর্ণা,নদী ইত্যাদি। এগুলো মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। এগুলো প্রাকৃতিক ভাবেই সৃষ্টি হয়।

মানুষের তৈরি পরিবেশ :মানুষের তৈরি পরিবেশ হচ্ছে দালান-কোঠা,নগরায়ন,বনর ইত্যাদি। এগুলো মানুষ নিজের প্রয়োজনের তালিদে তৈরি করে।

পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয় [সম্পাদনা]

পরিবেশের প্রতিটা উপাদানের সুসমন্বিত রূপই হলো সুস্থ পরিবেশ। এই সুসমন্বিত রূপের ব্যত্যয়ই পরিবেশের দূষণ ঘটায় এবং পরিবেশের স্বাভাবিক মাত্রার অবক্ষয় দেখা দেয়। পরিবেশ বিভিন্ন কারণে দূষিত হতে পারে।যেমনঃ

- প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট কারণও এর সাথে দম্বী।
- পরিবেশ দূষণের জন্য বিশেষভাবে দম্বী ১২টি মারাত্মক রাসায়নিক দ্রব্যকে একত্রে *ভাট্ট* ভজন বা *নোরো* ভজন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই ১২টি রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে ৮টি কীটনাশক [**অলড্রিন** (aldrin), **ডায়েলড্রিন** (dieldrin), **ক্লোরডেন** (chlordane), **এনড্রিন** (endrin), **হেপ্টাক্লোর** (heptachlor), **ডিডিট** (DDT), **মিরেক্স** (mirex), এবং **টক্সাফেন** (toxaphene); দুটি শিল্পজাত রাসায়নিক দ্রব্য **পিসিবি** (PCBs) এবং **হেক্সাক্লোরোবেনজিন** (hexachlorobenzene); এবং অন্য দুটো হলো কারখানায় উৎপন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত উপজাত: **ডাইওক্সিন** (dioxin) এবং **ফিউরান** (furan)]; খাদ্যচক্রে প্রবেশ করে পৃথিবীব্যাপী সব পরিবেশের সব ধরনের জীবজন্তুর উপর তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটায় এই বিষাক্ত পদার্থগুলো।
- কৃটিপূর্ণ শিশুর জন্ম, ক্যান্সার উৎপাদন, ভ্রণ বিকাশের নানাবিধ সমস্যার মূলেই দম্বী থাকে এই ভাট্ট ভজন।^[*সিঁ*]

পরিবেশ আইন [সম্পাদনা]

বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই বিপন্ন পরিবেশের বিরূপ প্রভাব থেকে মুক্তির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে **পরিবেশ আইন**। মূলত পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের আহ্বিই পরিবেশ আইন। এই আইন স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য বিশ্ব আন্দোলনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাগরিক ও সরকারি সংস্থাসমূহের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে।^[*সিঁ*]

পরিবেশ বিষয়ক পত্রिकासমূহ [সম্পাদনা]

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত [সম্পাদনা]

- bdenvironment.com — English version**
- bdenvironment.com — Bangla version**

তথ্যসূত্র [সম্পাদনা]

- ↑ Johnson, D. L.; Ambrose, S. H.; Bassett, T. J.; Bowen, M. L.; Crummey, D. E.; Isaacson, J. S.; Johnson, D. N.; Leach, D.; Reid, M.; Metzger, M.; A. E. (2004). "Management of Environmental



২. ↑ Symons, Donald (১৯৭৯)। *The Evolution of Human Sexuality*। New York: Oxford University Press। পৃষ্ঠা 31। আইএসবিএন 0-19-502535-0।
৩. ↑ *Earth's Spheres*। ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত। ২০০৭-০৮-৩১ তারিখ। Wheeling Jesuit University/NASA Classroom of the Future. Retrieved November 11, 2007.
৪. ↑ "Wordnet Search: Earth science"। ১০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে মূল। থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৭ মার্চ ২০২১।
৫. ↑ "Archived copy"। ২০১২-০৭-১৪ তারিখে মূল। থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১২-০৭-১৫।". *The Columbia Encyclopedia*. 2002. New York: Columbia University Press
৬. ↑ "Distribution of land and water on the planet। ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত। মে ৩১, ২০০৮ তারিখে". *UN Atlas of the Oceans*। ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত। সেপ্টেম্বর ১৫, ২০০৮ তারিখে
৭. ↑ *River (definition)*। from Merriam-Webster. Accessed February 2010.
৮. ↑ <http://ga.water.usgs.gov/edu/hydrology.html/>। ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত। ২৭ এপ্রিল ২০১২ তারিখে। [date=June 20, 2019]
৯. ↑ Britannica Online। "Lake (physical feature)"। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-০৬-২৫। "[a Lake is] any relatively large body of slowly moving or standing water that occupies an inland basin of appreciable size. Definitions that precisely distinguish lakes, ponds, swamps, and even rivers and other bodies of nonoceanic water are not established. It may be said, however, that rivers and streams are relatively fast moving; marshes and swamps contain relatively large quantities of grasses, trees, or shrubs; and ponds are relatively small in comparison to lakes. Geologically defined, lakes are temporary bodies of water."
১০. ↑ "Dictionary.com definition"। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-০৬-২৫। "a body of fresh or salt water of considerable size, surrounded by land."
১১. ↑ Goudie, Andrew (২০০০)। *The Human Impact on the Natural Environment*। Cambridge, Massachusetts: This MIT Press। পৃষ্ঠা 203–239। আইএসবিএন 0-262-57138-2।
১২. ↑ NGDC – NOAA। "Volcanic Lightning"। National Geophysical Data Center – NOAA। সংগ্রহের তারিখ সেপ্টেম্বর ২১, ২০০৭।
১৩. ↑ Joe Buchdahl। "Atmosphere, Climate & Environment Information Programme"। Ace.mmu.ac.uk। ২০১০-১০-০৯ তারিখে মূল। থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১০-০৩-০৯।
১৪. ↑ ডাঃ ডজন, এস. এম হুমায়ুন কবির, বাংলাপিডিয়া 2.0.0, সিডি সংস্করণ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০০৯; সংগ্রহের তারিখ: ০১ ডিসেম্বর ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
১৫. ↑ *পরিবর্তন দৃষ্টি*, এস. রিজওয়ানা হাসান, বাংলাপিডিয়া 2.0.0, সিডি সংস্করণ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০০৯; সংগ্রহের তারিখ: ০১ ডিসেম্বর ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।

এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সম্প্রসারিত করে উইকিপিডিয়াকে সাহায্য করতে পারেন।

বিষয়শ্রেণীসমূহ: অনুবাদের পর নিরীক্ষণ জরুরি নিবন্ধসমূহ | পরিবেশ | প্রকৃতি

এ পৃষ্ঠায় শেষ পরিবর্তন হয়েছিল ১৪:৪৫টার সময়, ১১ আগস্ট ২০২২ তারিখে।

লেখকগণের ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন-শেয়ার-আলাইফ লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হবেন। উইকিপিডিয়া, অলাভজনক সংস্থা উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের একটি নিরবিত ট্রাস্টমার্ক।

গোপনীয়তার নীতি উইকিপিডিয়া বৃত্ত দাবিত্যাগ মোবাইল সংস্করণ উন্নয়নকারী পরিসংখ্যান কৃষির বিবৃতি